দর্শনায় ৪ ফার্মেসিকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা প্রাদুর্ভাব রোধে ওষুধ ফার্মেসি মালিকদের সচেতনতার লক্ষ্যে ৪ টি ওষুধ ফার্মেসিতে পৃথক ভাবে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার শিল্পনগরী দর্শনা পৌর শহর এলাকায় পৃথক ভাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবানী সরকার ও ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস এভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করায় দর্শনার পুরাতন বাজারের নূর মেডিক্যাল, সুমন মেডিক্যাল হাউজসহ মোট ৪ টি ফার্মেসি থেকে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ফার্মেসি দোকান মালিকগণ তাদের জরিমানা অর্থ পরিশোধ করেন।

তবে ভবিষ্যতে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন এই দুই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

৪০ দিনেও খোঁজ মেলেনি আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিকের

পদ্মা নদীতে ট্রলারডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হওয়া আলমডাঙ্গার তিন শ্রমিককে এক মাস দশ দিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গত ৫ জুন পদ্মায় ডুবে যাওয়া ট্রলারে ২৭ জন শ্রমিকের মধ্যে আলমডাঙ্গার ৬ জন শ্রমিক ছিলেন। ভাগ্যের জোরে তিনজন জীবিত ফিরলেও তাদের সাথে যাওয়া অপর তিনজন নিখোঁজ থাকেন। এক মাস দশ দিনেও তাদের কোন খোঁজ মেলেনি। তিন পরিবারে আজও চলছে শোকের মাতম।

নিখোঁজ হওয়া তিনজনের পরিবার সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের নুরুল হকের ছেলে সাহাবুল, একই গ্রামের আইনাল হকের ছেলে শিলন, তারাচাঁদ মন্ডলের ছেলে আব্দুর

রাজ্জাক, আজিজুল হকের ছেলে একরামুল, লস্কর মন্ডলের ছেলে আমজাদ ও হানেফ মন্ডলের ছেলে মোমেন কাজের উদ্যেশে ফরিদপুর যান গত ৩১ মে। তারা ওইদিন খুব সকালে জেলা ফরিদপুরের বাইপাস সড়কের “আদম বাজারে” (কামলার বাজার) উপস্থিত হন। ফরিদপুর সদরের চর নাশিপুর গ্রামের মহাজন লালন ফকির ৬শ টাকা দিনমজুরীতে ওই ৬ জনকে কিনে নেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন সকালে লালন ফকিরের ছেলে সাকিল মোট ২৭ জন কামলাকে নিয়ে মাওয়া ঘাট থেকে ট্রলারে করে নদীর ওপারের চরের জমিতে বাদাম তুলতে নিয়ে যেত। প্রতিদিনের মত ৫ জুন সকালেও তারা ট্রলারে নদী পার হচ্ছিলেন। কিন্ত শয়তানখালি ঘাট এলাকায় পৌছানোর আগেই ২৭ জন কামলা নিয়ে ট্রলারটি নদীতে ডুবে যায়। পাশ দিয়ে যাওয়া অপর একটি ট্রলার ঘটনাস্থলে পৌছলে ৬ জন কামলা তাতে উঠে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্ত এই মর্মান্তিক ট্রলারডুবিতে ২১ কামলার মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কর্মীরা।

সৌভাগ্যবসত আলমডাঙ্গার একরামুল, আমজাদ ও মোমেন প্রাণে বেঁচে বাড়ি ফিরে এলেও হতভাগ্য সাহাবুল, শিলন ও রাজ্জাক নদীর অথৈ জলে নিখোঁজ থাকেন। আজও তাদের খোঁজ মেলেনি। কিন্ত তাদের পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন তারা মরেনি, বেঁচে আছেন।
নিখোঁজ সাহাবুলের স্ত্রী সখিনা বেগম জানান, পরিবারের একমাত্র উপার্জনাক্ষম ছিলেন তার স্বামী। স্বামীকে হারিয়ে দুইটি সন্তান নিয়ে তিনি মহাসগারে পড়েছেন। তিনি বলেন, মারা গেলে তো তার লাশ উদ্ধার হবে। আমার বিশ্বাস সে বেঁচে আছে।

নিখোঁজ শিলনের পিতা আইনাল হক বলেন, আমার ছেলের ভাগ্যে কি ঘটেছে আল্লাহ একমাত্র জানে। আমরা ছেলের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।

চাপ দিয়ে নিজের পক্ষে সত্যায়ন

নিচ্ছেন ইবি উপাচার্য

নানা কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশিদ আসকারী দ্বিতীয় মেয়াদে ভিসি হতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এজন্য প্রকৃত অবস্থা ছাপিয়ে নিজের পরিচ্ছন্ন ইমেজ দেখাতে উঠে-পড়ে লেগেছেন তিনি।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার মেয়াদকালে নানা অনিয়মের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে- এমন সংবাদ প্রকাশের পর থেকে এসব কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। উপাচার্য নিজের পক্ষে সাফাই করে এসব লেখা শিক্ষামন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সহ বিভিন্ন দপ্তরে পাঠাবেন বলেও জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাপ দিয়ে তার পক্ষে স্তুতি ও প্রশংসা লিখিত নিচ্ছেন এমন অভিযোগ উঠেছে। গত কয়েক দিনে শিক্ষক সমিতি, শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরাম, ভিসিপন্থী শিক্ষদের নিয়ে গঠিত বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ভিসিপন্থী কর্মকর্তাদের একটি অংশ নিয়ে গঠিত অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ ও সহায়ক কর্মচারী সমিতিসহ কয়েক সংগঠনের কাছ থেকে এ লিখিত নিয়েছেন বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংগঠনগুলোর নেতারা এসব কথা বলেছেন।

তথ্যমতে, সম্প্রতি বেশ কয়েকটি জাতীয় গণমাধ্যমে বর্তমান প্রশাসনের সময়ে হওয়া অনিয়ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে ভিসি ও তার নিকটজনদের ভুমিকার কথা উঠে আসে। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব সংগঠনের নেতাদের ডেকে এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়। একইসঙ্গে বর্তমান প্রশাসনের প্রশংসা করে সংগঠনগুলোকে বিবৃতি দিতে বলেন উপাচার্য । একরকম চাপ দিয়েই তাদের থেকে বিবৃতি নেওয়া হয় বলে সংগঠনগুলোর একাধিক নেতা জানান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সংগঠনের দায়িত্বশীল নেতা বলেন, ভিসি নিজের পক্ষে একটি লিখিত দিতে বলেছেন, তাই বাধ্য হয়ে দিয়েছি। উপাচার্য সবাইকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে চাপে রেখেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এদিকে উপাচার্যের প্রশংসা করে দেওয়া চিঠিগুলোতে দেখা গেছে-প্রতিটি সংগঠনের বিবৃতিতেই প্রায় একই ধরণের কথা বলা হয়েছে। বিবৃতি প্রদান নিয়েও সংগঠনগুলোতে ভাঙনের সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষক সমিতি ও অন্য কয়েক সংগঠনগুলোর

অনেক নেতা এরকম বিবৃতিতে মত না দিলে তাদের উপেক্ষা করেই ভিসিপন্থীরা বিবৃতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমানের স্বাক্ষর ছাড়াই শুধু (ভিসিপন্থী) সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী আখতার হোসেন স্বাক্ষরিত বিবৃতি দেওয়া নিয়ে শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে সমালোচনা চলছে। এদিকে অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের সংগঠনটির বিবৃতি দেয়ার কোন বৈধ্যতা নেই দাবী করে কর্মকর্তা নেতারা বলেন, কর্মকর্তাদের একমাত্র সংগঠন হচ্ছে কর্মকর্তা সমিতি।

২০১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর কর্মকর্তা সমিতির নির্বাচনে ব্যাপক ভোটে পরাজিত হয়ে ভিসিপন্থি কয়েকজন কর্মকর্তা রাতারাতি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন নামের এই সংগঠনটি গঠন করে, যার কোন বৈধ্যতা নেই। তাছাড়া কেন্দ্রীয় অনুমোদিত কমিটির বিপক্ষে ভিসিপন্থী কিছু শিক্ষক যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গঠন করেছে সেই কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেও জামায়াত-বিএনপির সংশ্লিতার অভিযোগ উঠেছে। এটি কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু পরিষদ অনুমোদিত কমিটি না হওয়ায় তাদের বিবৃতি দেয়ার কোন বৈধ্যতা নেই বলেও কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অনুমোদিত বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. মাহাবুবুল আরেফিন বলেন, শুনেছি উপাচার্য অনেকের কাছ থেকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে নিজের পক্ষে সাফাই করে প্রশংসাপত্র নিচ্ছেন। এসব কর্মকান্ড একজন উপাচার্যের মানায় না। এসব নীতিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও তলানিতে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

এদিকে বিভিন্ন সংগঠন ছাড়াও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের প্যাডে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক (ভারঃ) এইচ এম আলী হাসান এবং প্রধান প্রকৌশলী (ভারঃ) আলিমুজ্জামান টুটুল যে প্রতিবাদ দিয়েছেন সে প্রতিবাদের বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই আবার বিরুপ মন্তব্য করেছেন।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যালয়ের মধ্যে

অসামাজিক কার্যকলাপ! নারীসহ ২জন আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় এক নারীসহ ২ যুবককে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। রবিবার রাতে শহরের সলেমানপুর সোনালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে থেকে পুলিশ তাদেরকে আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার রায়পুর গ্রামের বাবু মিয়ার স্ত্রী (৩২) ও কোটচাঁদপুর শহরের সলেমানপুর উত্তরপাড়ার মৃত আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে ইমন (২৪) ও একই গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে আব্দুল আলিম (২৫)।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পুলিশ জানায়, পৌর শহরের সোনালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অসামাজিক কর্মকান্ড চলছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়। এসময় ঘটনাস্থল থেকে অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে এক নারীসহ ২ যুবককে আটক করা হয়। পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সোমবার (১৩ জুলাই) কোটচাঁদপুর থানায় ২৯০ ধারায় মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

এদিকে আটক ওই নারী দাবী করেন, বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য আমি এই এলাকায় আসি। পরে রিক্সার জন্য ওই বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান করি। এসময় কিছু যুবক এসে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে। এক পর্যায় তারা আমাকে বিদ্যালয়ের মধ্যে আটকে রাখে। পরে পুলিশ আমাকে থানায় নিয়ে আসে।

এলাকাবাসী জানায়, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সন্ধা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মাদক সেবনসহ নানাবিধ অপরাধ কর্মকান্ড চলে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত একটি পবিত্র স্থানে অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনা ঘটছে। তারা এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় দুই ব্যবসায়ীকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে ও জামজামী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেছেন।

রবিবার (১২ জুলাই) আদালত পরিচালনা করা হয়। আদালতে খন্দকার বেকারী ও জামজামীর সাহা ওয়েল স্টোরকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। আদালত পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষনের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজার, মাছ বাজার, মুদিখানার দোকান ও হোটেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করে। পৌর শহরের নতুন বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত খন্দকার বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন ও মোড়কীকরনে বিধি অমান্য করায় ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া, জামজামী বাজারে ভেজাল তেল বিক্রি করায় সাহা ওয়েল স্টোরকে জরিমানা করা হয় ৮ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

পুলিশের সেবা শুধু থানায় নয়, মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌছে দিতে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার (১২ জুলাই) বিকেলে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীরের সভাপতিত্বে বিট পুলিশিং কার্যক্রম-২০২০‘র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কনক কুমার দাস। জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আব্দুল হান্নান মাস্টার।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন, পুলিশ দেশের মানুষের সেবাই নিয়োজিত রয়েছে। সেবার হাত মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌছে দিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিট পুলিশিং কার্যক্রম তারই একটি অংশ।
তিনি বলেন, উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে একজন তার মুল্যবান সময় নষ্ট করে থানায় আসছেন। আমরা তাকে থানায় না এনে তার কাছে গিয়ে সমস্যার সমাধারন করতে চাই। এ জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। জনগনের সমস্যা ইউনিয়নে বসেই পুলিশ সমাধান করে দিবে।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি (অপারেশন) স্বপন কুমার পাল ও থানার সেকেন্ড অফিসার রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় করোনার ক্রান্তিকালেও থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য

মহামারি আকার ধারণ করেছে করোনাভাইরাস। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিন পার করছে দেশের মানুষ। বন্ধ রয়েছে সব ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষা অনিশ্চিত। কিন্তু এই মহামারির মধ্যেও চুয়াডাঙ্গায় থেমে নেই কোচিং বাণিজ্য। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে খুব কৌশলে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং বাণিজ্য চালাচ্ছেন কয়েকজন শিক্ষক।

গেল ১৫ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার উপসচিব মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞানে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পূর্বের বন্ধের ধারাবাহিকতায় আগামী ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ থাকবে। এ সময়ে নিজেদের এবং অন্যদের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, শিক্ষার্থীদের বাসস্থানে অবস্থানের বিষয়টি অভিভাবকবৃন্দ নিশ্চিত করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসন তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করবেন।

কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কোচিং চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। এলাকাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায় বহাল তবিয়তে চলছে কোচিং বাণিজ্য। সম্প্রতি কয়েকজন অসাধু শিক্ষক কোচিং ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আশ্বস্ত করে শিক্ষার্থীদের কোচিং এ উপস্থিত করাচ্ছেন বলেও জানাযাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশকিছু অভিভাবক অভিযোগ করে বলেন, একাধিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কোচিং চলায় বজায় থাকছে না সামাজিক দূরত্ব। যেখানে সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কোচিং বন্ধের নির্দেশ দেয় সেখানে তারা প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে কোচিং চালায় কিভাবে?

এর আগেও কোচিং শিক্ষকদের কোচিং সেন্টার বন্ধের বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন সরকার কিন্তু তা না মেনে কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন। অবিলম্বে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি জানান তারা।

করোনার সংক্রমণের মধ্যেও কোচিং সেন্টার চালানো প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক জনাব নজরুল ইসলাম জানান, এই সংকটময় সময়ে কোচিং সেন্টার চালানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যারা কোচিং চালাচ্ছেন, সে যেই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি কেউ দরিদ্র হয় তাহলে তাদের ত্রাণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু কোচিং বন্ধ থাকবে।

একই অভিমত প্রকাশ করে, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অধ্যাপক সিদ্দিকুর

রহমান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে কিভাবে তারা কোচিং চালাচ্ছে? চুরি করে কোন কিছু করাও অপরাধ। আর কোচিং তো অবৈধ। অবৈধ জিনিস কিভাবে টিকে থাকে তাও আবার করোনার মহামারির মধ্যে? অবিলম্বে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

কোচিং সেন্টার চালানো বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন অনুমতি দেয়া হয়েছে কি-না, এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, কাউকে কোচিং চালানোর অনুমতি দেয়ার এখতিয়ার পুলিশের নেই। কোচিং চালানোর জন্য কাউকে অনুমতিও দেয়া হয়নি। সম্প্রতি কোচিং চালানোর বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে তা আমরা আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিব।

চুয়াডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্যাংলরি চালকের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গৃার শহরতলী দৌলতদিয়াড় ফায়ার সার্ভিসপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবু আসাদ হোসেন (৫২) মৃত আবদার হোসেনের ছেলে। তিনি ছিলেন ট্যাংকলরির চালক।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ খান জানান, শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে আবু আসাদ হোসেন নিজ বাড়িতে নষ্ট একটি টেবিলফ্যান মেরামত করছিলেন। এ সময় তাঁতাল দিয়ে ফ্যান ঝালাই করার সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরুতর আহত হন তিনি। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় শিক্ষার্থী বান্ধব ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

করোনা মহামারিতে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়াও। এই মহাঅচলাবস্থায়ও বসে নেই আলমডাঙ্গার ইসলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব। বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডলের হাত ধরে তিনি পুরো স্কুলকে রঙিন সাজে সাজিয়ে তুলেছেন। শিশুদেরকে চোখ রাঙিয়ে পড়ানোর পরিবর্তে স্কুলকে একটি পার্কের আদলে সাজিয়ে করে তুলেছেন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, শহরতলীর এই স্কুলের বৃহৎ বাউন্ডারির প্রাচীরে তুলির আঁচড়ে থরে থরে লিখে রাখা হয়েছে শিশু মস্তিস্কের মননশীলতার উদ্দীপনার সব চিরন্তন বাণী। বিদ্যালয়ের খোলা মাঠের কোণঘেষে বসানো হয়েছে স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং (দোলনা)। যা শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় খেলনা সামগ্রী।

বিদ্যালয়ের আরেক কোণে স্থাপিত হয়েছে মায়ের ভাষা ‘বাংলা’র স্মৃতিস্মারক শহীদ মিনার। শুধু তাই নয় বিদ্যালয়ের শরীরজুড়ে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার প্রকৃতির নানা চিত্রকর্ম। শ্রেনীকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে শিল্পীর তুলিতে আঁকানো হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়ক নানা উপকর্ম।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রকিবুস সালেহীন রকিব বলেন, কয়েক মাস স্কুল বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াতে না পারার জন্য হাাহকারে আছি। আমরা এখন শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্ততি নিয়েছি। যাতে কোন শিক্ষার্থী ঝরে না যায়।

বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ রানা মন্ডল বলেন, উপজেলার কোন স্কুলে শহীদ মিনার নেই। কোন স্কুলেই পার্কের আদলে কোন স্লিপার, ব্যালেন্সিং ও সুইং নেই। আমরা শিক্ষার্থীদের সুন্দর পরিবেশে

পড়ানোর পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশও রেখেছি। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গার ভালাইপুর বাজারে স্থাপন হচ্ছে পুলিশ ক্যাম্প

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ১০ বছর চেষ্টার পরে চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন হতে যাচ্ছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার ভালাইপুর বাজারে, ভালাইপুর মোড় বাজার কমিটির উদ্যোগে পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বাজার কমিটির সভাপতি জনাব আমির হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদও থানার ওসি তদন্ত লুৎফর কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক ১৪ নং চিৎলা ইউপি চেয়ারম্যান জনাব জিল্লুর রহমান, ইসলাম উদ্দিন চেয়ারম্যান, আব্দুস সালাম বিপ্লব চেয়ারম্যান, সৌরভ হোসেন চেয়ারম্যান, আসাদুজ্জামান কবির, আসাদুজ্জামান সুজন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভালাইপুর মোড় দোকান মালিক সমিতির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রায় এক বিঘা জমির উপরে এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। ক্যাম্পের কার্যক্রম এই বছরের ভিতর শুরু করা হবে। ক্যাম্প স্থাপন হলে এলাকার ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ভালাইপুর বাজারটি চুয়াডাঙ্গা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা। এ বাজারে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের লোক সমবেত হয়। কেউবা জীবিকার তাগিদে, কেউ বা ব্যবসায়ীক কাজে।

এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার লেনদেন হয়। প্রায় ৫০০ টির ও বেশি দোকানে রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে চারটে। স্কুল কলেজ রয়েছে। অথচ এই বাজারে নিরাপত্তা কোন ব্যবস্থা নেই। যার কারণে ব্যবসায়ীরা হতাশা ও আতঙ্কের ভিতরে থাকে। অবশেষে ব্যবসায়ীরা অসার মুখ দেখছে ভালাইপুর বাজারে পুলিশ ক্যাম্প হওয়ার খবরে।